ইজ্‌রায়েল কি সত্যই দূর্বল?

(Is Israel really Weak?)

১শমূয়েল ১৩ অধ্যায় ১৫-২৩ পদ্‌

ইজ্‌রায়েল প্রতিবেশি অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুকরণে রাজা চেয়েছে, এবং ঈশ্বর তাদের সেই যাচ্‌না অনুমোদন করেছেন (৮ অধ্যায়)। একের পর এক বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর শৌলকে শমূয়েলের মাধ্যমে অভিষিক্ত করেছেন ও ইজ্‌রায়েলের উপর তাকে রাজা নির্বাচিত করেছেন (৯-১০ অধ্যায়)। এই সময় অম্মোনীয় নাহশ ইজ্‌রায়েলের যাবেশ-গিলিয়দ অবরোধ করলে, শৌল ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে, সমস্ত ইজ্‌রায়েলকে নাহশের বিরুদ্ধে মিলিত হতে বলেছে। শৌলের এই আহ্বানে ৩,৩০,০০০ ইজ্‌রায়েলী বেষকে মিলিত হয়েছে এবং শৌলের নেতৃত্বে অম্মোনীয় বিরুদ্ধে বিরাট জয় লাভ করেছে (১১ অধ্যায়)। এই জয়ের পর গিল্‌গলে শৌলের রাজাভিষেক হয় এবং জাতির উদ্দেশে শমূয়েল বিচারক হিসাবে তার শেষ বক্তৃতায় তাদের সতর্ক করে বলে যে, রাজা নয়, কিন্তু ঈশ্বর সদাপ্রভুই তাদের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। আর তাই, রাজাসহ সমস্ত প্রজা যদি সেই ঈশ্বরকে ভয় না করে, তাঁর আজ্ঞা পালন না করে, কিম্বা ঈশ্বরের অনুবর্তী না হয়, তাহলে তারা তাদের রাজাসহ বিনষ্ট হবে; কিন্তু তারা যদি সদাপ্রভুকে ভয় করে, এবং তাঁর সেবা করে, তাহলে তিনি তাদের জন্য মহৎ মহৎ কাজ করবেন (১২ অধ্যায়)। কিন্তু এই সময় শৌলের ছেলে যোনাথন যখন গেবাতে নিযুক্ত পলেষ্টীয় প্রহরী সৈন্যদলকে আক্রমণ করে, ও তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিশাল পলেষ্টীয় সৈন্যদল মিক্‌মশে শিবির স্থাপন করে, তখন শমূয়েলের আসতে দেরি দেখে, শৌল নিজে যুদ্ধজয়ের আশায় ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে ফেলে। শৌলের এই অবিবেচকের কাজ দেখে, শমূয়েল শৌলকে ভর্ৎসনা করে এবং ঘোষণা করে যে, শৌলের এই অবাধ্যতার কারণে তার রাজত্ব স্থির থাকবে না, তার জায়গায় প্রভু অন্য একজনকে নিযুক্ত করেছেন (১৩:১-১৪)।

এখন, এমন পরিস্থিতিতে ইজ্‌রায়েল কীভাবে রক্ষা পাবে? এর আগে ৭ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম, এই পলেষ্টীয়দেরই বিরুদ্ধে ইজ্‌রায়েল শমূয়েলের প্রার্থনা ও বলিদানের মাধ্যমে, ঈশ্বরের দ্বারা মহাবজ্রনাদের সাহায্যে বিরাট জয় পেয়েছিল। কিন্তু এবারে তার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ তাদের রাজা শৌল ঈশ্বরের আজ্ঞার অবাধ্য হয়েছে, শমূয়েল শৌলকে ভর্ৎসনা করেছে। যাইহোক, এই যুদ্ধের ফলাফল যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে আমাদের ১৪ অধ্যায় পাঠ করতে হবে। আর সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, যোনাথনের সাহসী ও রীরোচিত কাজের দ্বারা ইজ্‌রায়েল অসম্ভব জয় লাভ করেছিল। অর্থাৎ, পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে জয় পাবার লক্ষ্যে শৌল অবিবেচকের ন্যায় কাজ করেছিল, শমূয়েলের পরিবর্তে নিজে বলি উৎসর্গ করেছিল, সেই যুদ্ধের পরিণাম যোনাথনের সাহসী ও নায়কোচিত কাজের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। কিন্তু সেই জয়ের বর্ণনা দেবার পূর্বে, ১৩:১৫-২৩ পদে আমরা কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা দেখতে পাই: সেগুলি হল, শমূয়েলের প্রস্থান (১৫ পদ); ইজ্‌রায়েলীদের সামান্য সৈন্যসংখ্যা (১৫-১৬ পদ); পলেষ্টীয়দের বিনাশক সৈন্যদের উৎপাত (১৭-১৮ পদ); এবং ইজ্‌রায়েলীদের নিরস্ত্র হওয়া (১৯-২২ পদ)। এর দ্বারা ইজ্‌রায়েলের ইতিহাসে পুনরায় যে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, ইজ্‌রায়েল লোকবলে বা পেশীশক্তিতে বা রাজার সামরিক শক্তিতে জয় পেতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিক সাহায্য ও অনুগ্রহেই তা পেয়ে থাকে। আর এর দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, যে রাজার মাধ্যমে ইজ্‌রায়েল তার শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে, সেই রাজা যেন বাহ্যিক বা জাগতিক শক্তির উপর নির্ভর না করে, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরে আস্থা রাখে। জগতের চোখে ইজ্‌রায়েল যদিও খুবই দূর্বল ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের সহবর্তী হওয়ায়, তারাই ছিল বলবান। আজ আমরা পলেষ্টীয়দের তুলনায় সেই ইজ্‌রায়েলীরা যে সমস্ত বিষয়ে দূর্বল ছিল, তা দেখতে চলেছি। তার মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের প্রকৃত চেহারাকে উপলব্ধি করি!

ক। গিল্‌গল থেকে শমূয়েলের প্রস্থান (১৫ক): ১৫ পদের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, ***"পরে শমূয়েল উঠে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

গিল্‌গল থেকে গিবিয়াতে প্রস্থান করল।'' শমূয়েল তার কথা মতো গিল্‌গলে এসেছে, কিন্তু সেখানে এসে সে দেখতে পেয়েছে যে, তার দ্বারা যে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করার কথা ছিল (১০:৮), তা তার আসার পূর্বে শৌল নিজে উৎসর্গ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, শমূয়েলের দ্বারা সেই বলি পুনরায় উৎসর্গ করার কোনও মানে হয় না। যেহেতু শমূয়েলের মাধ্যমে শৌলকে ঈশ্বরের আদেশ স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল, কিন্তু শৌল তার অবাধ্য হয়েছে। এখন শমূয়েল জানে যে, *''বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম''* (১শমূয়েল ১৫:২২), আর তাই শমূয়েল গিল্‌গল থেকে প্রস্থান করেছে। এখন, ১০:৮ পদে শমূয়েল শৌলকে বলেছিল যে, শমূয়েল প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে, এবং তারপর শৌলকে কী করতে হবে, তা বলবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শমূয়েল শৌলকে কোনও নির্দেশ না দিয়েই সেই স্থান ত্যাগ করে। তার প্রস্থানের দ্বারা শমূয়েল বলতে চেয়েছে যে, শক্তিশালী বিশাল পলেষ্টীয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব এখন একা শৌলের। এর থেকে আমরা সহজেই পলেষ্টীয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ইজ্‌রায়েলী সৈন্যদলের দূর্বলতা উপলব্ধি করতে পাচ্ছি। যে ইজ্‌রায়েলীরা শৌলের কথায় সেখানে মিলিত হয়েছিল এবং আশা করেছিল যে পূর্বের মতো এবারেও ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাদের সাহায্য করবেন, তারা দেখতে পাচ্ছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে তাদের রাজার অবাধ্যতার কারণে শমূয়েলও তাদের পরিত্যাগ করেছে; অতএব, এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় অনিবার্য।

বিশ্বাসী হয়েও আমরা যখন ঈশ্বরের আজ্ঞার অবাধ্য হই, তখন আমাদেরও এই একই পরিস্থিতি হয়। আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের পাপ ঈশ্বর থেকে আমাদের দূরবর্তী করেছে। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের দায়িত্ব সেই পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করা এবং তার জন্য প্রভুর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এ বিষয়ে আমরা দাউদের কাছ থেকে শিক্ষা পাই। বৎশেবার সঙ্গে ব্যভিচার করার পর, নাথন ভাববাদীর মাধ্যমে দাউদ যখন নিজের পাপ উপলব্ধি করেছিল, তখন সে প্রভুর কাছে পাপস্বীকার করে বলেছিল, *''তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি . . .।''* সেই পাপস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে দাউদ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছে, *''তোমার সামনে থেকে আমাকে দূর কোরো না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার থেকে হরণ কোরো না''* (গীত ৫১:৪, ১১)। দাউদ এমন কাজ করতে পেরেছিল, কারণ সে জানত, *''ধন্য সেই, যার অধর্ম ক্ষমা হয়েছে, যার পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না, ও যার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই''* (গীত ৩২:১-২)। বিশ্বাসী আমরা যেন সর্বদা এই কথা স্মরণে রাখি যে, আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্ট আমাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন; আর তাই আমাদের দায়িত্ব, আমরা যখন পাপ করি, তখন যেন তা প্রভুর কাছে স্বীকার করি, ক্ষমা চাই (১যোহন ১:৯; ২:১-২) এবং সেই পাপ থেকে দূরে থাকতে তাঁর আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপন করি।

খ। যৎসামান্য ইজ্‌রায়েলী সৈন্য (১৫খ-১৬): এইভাবে, শমূয়েল যখন তাদের ত্যাগ করল, তখন যে সমস্ত ইজ্‌রায়েলী শৌলের কাছে অবশিষ্ট ছিল, শৌল তাদের সংখ্যা গণনা করল। ১৫খ পদে বলা হয়েছে, *''তারা অনুমান ছয় শত।''* এর থেকে স্পষ্ট যে, শৌল যে ভয়ে শমূয়েলের আসার আগে তাড়াহুড়ো করে বলি উৎসর্গ করেছিল, অর্থাৎ ইজ্‌রায়েলী লোকদের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়াকে বাধাদান (১১ পদ), সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এর আগে ২ পদে বলা হয়েছিল যে, মিকমস ও বৈথেলে শৌলের কাছে ২,০০০ এবং গিবিয়াতে যোনাথনের কাছে ১,০০০ সৈন্য সব সময়ের জন্য ছিল। আবার ৪ পদে বলা হয়েছিল যে, শৌলের আহ্বানে লোকেরা শৌলের পিছনে গিল্‌গলে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু এই সময় তাদের প্রায় সকলেই পালিয়েছে, কেবল ৬০০ জন অবশিষ্ট আছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, শৌল খুব স্বাভাবিকভাবেই এমন কথা ভাবতে পারত যে, শমূয়েলের জন্য ৭-দিনের অপেক্ষা অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। এর আগে ৫ পদে, পলেষ্টীয় সৈন্যদের বর্ণনা করা হয়েছিল, *''ত্রিশ সহস্র রথ, ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও সমুদ্রের বালির ন্যায় অসংখ্য পদাতিক . . . ।''* এমন বিশাল সংখ্যক পলেষ্টীয় সৈন্যদলের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মুকাবিলা করার জন্য মাত্র ৬০০ জন ইজ্রায়েলী অবশিষ্ট আছে– এর দ্বারা এই যুদ্ধের দুই প্রতিদ্বন্দী পলেষ্টীয় ও ইজ্রায়েলের অসম শক্তিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শৌল তার সীমিত ক্ষমতাকে উপলব্ধি করেছে, আর তাই যোনাথনের সঙ্গে সৈন্যবিভাগ নয়, উভয়ে একসঙ্গে সেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যকে নিয়ে বিন্যামীনের গেবাতে নেমে গেল। এর দ্বারা হয়ত যোনাথনকেও চোখে চোখে রাখা সম্ভব হবে বলে শৌল ভেবেছিল। মানুষের চিন্তায়, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সংখ্যা যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা ইজ্রায়েলের ইতিহাসে এর আগে বারংবার দেখেছি যে, সংখ্যাই বড় কথা নয়, ঈশ্বরের সহবর্তীতাই শেষ কথা। মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে গিদিয়োনের নেতৃত্বে মাত্র ৩০০ জনের দল জয় পেয়েছিল (বিচার ৭ অধ্যায়)। তাই, শৌলের উচিৎ ছিল, এমন পরিস্থিতিতেও নিজের পাপ স্বীকার করে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে আস্থা রাখা।

আমরাও যখন প্রভুর রাজ্যে তাঁর সেবাকাজে অংশ নিই, তখন আমরাও এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদেরকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, তার সম্পন্ন করতে আমাদের সঙ্গতি অতি সামান্য। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কি পিছু হটব, না-কি, তাঁতে আস্থা রেখে, তাঁর সাহায্য কামনা করে, ক্রমশ এগিয়ে চলব? এখানেই একজন অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীর কাজের মধ্যে পার্থক্য। গলিয়াৎ-এর সামনে দাউদ এই বিশ্বাসেই উপস্থিত হয়েছিল।

গ। পলেষ্টীয়দের তিন দলে বিনাশক সৈন্য প্রেরণ (১৭-১৮): কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির এখানেই শেষ নয়। ১৭-১৮ পদে আমরা দেখতে পাই যে, মিক্মসের পলেষ্টীয় শিবির থেকে বিনাশক সৈন্যরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে ইজ্রায়েলের বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ হামলা শুরু করে। একদল উত্তর-পূর্ব দিকে অফ্রার পথে শূয়াল প্রদেশে গেল; দ্বিতীয় দলটি পশ্চিম দিকে বৈৎ-হারোণের দিকে গেল; এবং তৃতীয় দলটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রান্তরের দিকে সিবোয়িম উপত্যকার উদ্দেশে গেল। এদেরকে বিনাশক সৈন্য *(raiders)* বলা হয়েছে, যার অর্থ, এরা ছিল বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য, যাদের কাজ ছিল মানুষ, গবাদি পশুর উপর হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালানো, এবং লুঠ-ছিনতাই করা। এদের দৌরাত্মে ইজ্রায়েলীদের শক্তি ও ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে, তাদের পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়। এই সমস্ত আকস্মিক হামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শৌল ও যোনাথনের সঙ্গে যে ৬০০ লোক গেবার সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, মুখোমুখী যুদ্ধ করতে তাদের প্ররোচিত করা (বিভিন্ন আধুনিক চলচ্চিত্রে আমরা যেমন দেখে থাকি– নায়কের প্রিয়া ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অত্যাচার করে, নায়ককে সামনে আসতে খলনায়ক বাধ্য করে থাকে)। কারণ তারা জানে যে, সরাসরি যুদ্ধ হলে, পলেষ্টীয়দের সেই বিশাল সৈন্যদলের সামনে সেই সামান্য সংখ্যক ইজ্রায়েল টিকতে পারবে না।

শৌল ও তার সঙ্গে ইজ্রায়েলীদের পরিস্থিতিকে বিশ্বাসী আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যাকে ২করিন্থীয় ৪:৮-৯ পদে পৌল বর্ণনা করেছে, *"আমরা সমস্ত প্রকারে ক্লিষ্ট হচ্ছি, কিন্তু সঙ্কটাপন্ন হই না; হতবুদ্ধি হচ্ছি, কিন্তু নিরাশ হই না; তাড়িত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; অধঃক্ষিপ্ত হচ্ছি, কিন্তু বিনষ্ট হই না।"* যখন আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের লোকবল, ক্ষমতা বা সঙ্গতির কথা চিন্তা করি, তখন যেন আমরা নিরাশাগ্রস্ত না হই, পরিবর্তে ঈশ্বরে আস্থা রাখি। আবার, ১পিতর ৫:৮-৯ পদে পিতর লিখেছে, *"তোমরা প্রবুদ্ধ (সংযত) হও, জেগে থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাকে গ্রাস করবে, তার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। তোমরা বিশ্বাসে অটল থেকে তার প্রতিরোধ কর . . .।"* আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা মাণ্ডলিক জীবনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দিয়াবল কাজ করে চলেছে। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা তার প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ঘ। ইজ্রায়েলীদের অস্ত্রের অভাব (১৯-২২): এখন, পলেষ্টীয় বিনাশক সৈন্যরা যখন ইজ্রায়েলীদের উপর হামলা চালাচ্ছিল, তখন তা দেখেও ইজ্রায়েলী সৈন্যরা কোনও সার্থক বাধা প্রদান করতে পারছে না। কারণ, সারা দেশে একজনও ইজ্রায়েলী কামার ছিল না, *"ঐ সময় সমস্ত ইজ্রায়েল দেশে কর্মকার*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাওয়া যেত না; কারণ পলেষ্টীয়রা বলত, পাছে ইব্রীয়রা নিজেদের জন্য খড়্গ কি বর্শা নির্মাণ করে'' (১৯ পদ)। এর অর্থ, পলেষ্টীয়রা যদিও তাদের উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা লোহা দিয়ে খড়্গ, বর্শা বা রথের চাকা তৈরী করতে পারে; কিন্তু ইজ্রায়েলীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ, পলেষ্টীয়রা ইজ্রায়েলীদের মধ্যে কোনও কামারকে জীবিত থাকতে দেয়নি। এর দ্বারা সেই অঞ্চলে পলেষ্টীয়রা একদিকে যেমন নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে; তেমনই অন্যদিকে, ইজ্রায়েলের অর্থনীতির উপর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ চালিয়েছে। কারণ, কেবল যুদ্ধাস্ত্র নয়, কিন্তু কৃষিকাজের জন্যও লোহার তৈরী বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত যন্ত্রও ইজ্রায়েলীরা নিজেরা শাণ দিতে পারত না, সেই কাজের জন্য তাদের পলেষ্টীয়দেরই কাছে যেতে হত। ২০-২১ পদে বলা হয়েছে, *''এইজন্য নিজের নিজের হলমুখ বা ফাল বা কুড়ালি বা কুদাল শাণ দেবার জন্য ইজ্রায়েলের সমস্ত লোককে পলেষ্টীয়দের কাছে নেমে যেতে হত। সুতরাং সকলের কুদাল, ফাল, বিদা, কুড়ালির ধার এবং শস্ত্রের কাঁটা ভোঁতা ছিল।''* সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেই সমস্ত যন্ত্র শাণ দেবার জন্য পলেষ্টীয়রা ইজ্রায়েলীদের কাছ থেকে এতো বেশি মজুরী দাবি করত যে, বেশিরভাগ ইজ্রায়েলী তা দিতে অক্ষম ছিল, ফলস্বরূপ, তাদের ঐ সমস্ত যন্ত্র সকলই ভোঁতা ছিল। (পলেষ্টীয়দের এই কাজের মধ্যে আমরা বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিধর দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ চালাবার মনোভাবকে দেখতে পাই)। আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েলীদের উপর পলেষ্টীয়দের এই ধরণের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে ইজ্রায়েলীরা তাদের ভয় করত, তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে তারা একজন রাজা পেতে মরীয়া হয়ে উঠেছিল।

যাইহোক, ২২ পদে বলা হয়েছে যে, ইজ্রায়েলের মধ্যে কারুর কাছে কোনও যুদ্ধাস্ত্র ছিল না, কেবল শৌল ও যোনাথনের কাছে ছিল। শৌল ও যোনাথন ইজ্রায়েলের নেতা হওয়ায়, তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দই তাদেরকে যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী করেছে। ধরা যেতে পারে, যুদ্ধাস্ত্র বলতে ইজ্রায়েলের মধ্যে কেবল তীর-ধনুক বা ফিঙ্গাই ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, সামরিক শক্তির দিকে থেকে ইজ্রায়েল পলেষ্টীয়দের থেকে এত দূর্বল হলেও ৭ অধ্যায়ে শমূয়েলের নেতৃত্বে তারা জয় পেয়েছে; আবার ১১ অধ্যায়ে শৌলের নেতৃত্বে অম্মোনীয় নাহশের বিরুদ্ধেও তারা জয় পেয়েছে। এই যুদ্ধে কি তারা জয় পেতে পারে? ১৪ অধ্যায়ে আমরা দেখতে চলেছি, যোনাথনের সাহসী ও বীরোচিত কাজের দ্বারা ইজ্রায়েল পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে পুনরায় জয় পাবে।

এর থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? গীত ৩৩:১৬-১৮ পদে দাউদ লিখেছে, *''কোনও রাজা মহাসৈন্য দ্বারা ত্রাণ পায় না; বীর মহাশক্তি দ্বারা নিস্তার পায় না; ত্রাণের জন্য অশ্ব মিথ্যা, সে নিজের মহাশক্তিতে রক্ষা করতে পারে না। দেখ, সদাপ্রভুর দৃষ্টি তাদের উপরে, যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর দয়ার প্রতীক্ষা করে।''* গীত ২০:৭ পদে দাউদ আরও বলেছে, *''ইহারা রথে ও উহারা অশ্বে নির্ভর করে, কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের কীর্তন করব।''* আমরাও যখন একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আমরা যেন পৌলের কথা মনে রাখি, *''ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?''* (রোমীয় ৮:৩১)।

আমরা কি আমাদের চারপাশের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? আমরা কি আমাদের সমস্যার মুকাবিলায় যথেষ্ট ক্ষমতা, সঙ্গতি, লোকবল, বাহুবল বা পেশিশক্তির অধিকারী নই? তার জন্য প্রভুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ না দেখিয়ে, জগতের মন্দ পথ অনুসরণ না করে, নিরাশাগ্রস্ত না হয়ে, আসুন আমরা আমাদের প্রভুতে আস্থা রাখি; কারণ একমাত্র তিনিই সেই সমস্যার সঠিক সমাধান দেতে পারেন। কারণ, আমরা জানি যে, ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, এই পৃথিবীতে কোনও বিপক্ষই আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল হতে পারে না।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com